নমোধর্ম্মায়।

সভার নিয়ম।

১। এই সভার নাম " ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা" হইবেক।

২। সভার উদ্দেশ্য—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশানন্তর আর্য্যকুলকে সদুপদেশ প্রদান করত সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা ও তন্নিবন্ধন জনসমাজের হিতসাধন, ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চায় উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য এতৎ চর্চ্চাকারীদিগকে সাহায্য প্রদান, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থার নিমিত্ত কেহ প্রার্থিত হইলে যথাবিহিত ব্যবস্থা দেওয়া, বৈদিক কর্ম্মের পণ্ডিত মধ্যে মতান্তর হইলে প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম ও যথা ব্যবস্থা সংগ্রহ করণানন্তর জনসমাজে প্রচার করা এবং উপযুক্ত কাল বিবেচনায় শাস্ত্রীয় শাসন সমালোচন করা এতৎ সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩। সভায় ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবেক এবং সভা ব্যয়-নির্ব্বাহে সক্ষম হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির মর্ম্ম গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সভ্যগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন ; অর্থাৎ সভার যাবতীয় কার্য্য প্রকাশিকা পত্রিকা প্রকটন হইবেক। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত এরূপ পত্রিকা প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রানুবাদ ব্যতীত অবশিষ্ট কার্য্য, স্থানীয় সংবদ পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক।

৪। ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রতি কেহ অযথা আক্রমণ করিলে এবং তদ্বিনাশে উদ্যত হইলে, সেই সমস্ত অনিষ্ট ও উৎপাত নিবারণ জন্য যথা বিহিত উপায় অবলম্বন করা যাইবেক।

৫। অপর ধর্ম্মাবলম্বী এবং স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষীয় যাবতীয় লোক এই সভার উপযুক্ত সভ্য বলিয়া গৃহীত হইবেন।

৬। সভায় এক জন সভাপতি, দুই জন সহকারী সভাপতি, এক জন উপাচার্য্য, দুই জন সদস্য, অন্যূন পঞ্চবিংশতি জন অধ্যক্ষ, এক জন সম্পাদক দুইজন সহকারী সম্পাদক, একজন ধনরক্ষক ও এক সম্প্রদায় ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তক নিযুক্ত থাকিয়া সভাকার্য্য সম্পাদিত হইবেক।

৭। অধ্যক্ষগণ সভার যাবতীয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান এবং সভা যাহাতে স্থায়ী হইয়া জনসমাজের হিতসাধন করিতে পারে, তৎপক্ষে বিধিমতে চেষ্টা ও উপায়াবলম্বন

করিবেন। কোন নিয়ম রহিত ও কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইলে তাঁহারা সভ্যগণের সম্মতি সংগ্রহে তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

৮। প্রতিমাসের প্রথম রবিবাসরে সম্পাদকের দ্বারা কাল নিরূপিত হইয়া, নিত্য সভার অধিবেশন হইবেক।

৯। সম্পাদক প্রয়োজন মতে অধ্যক্ষদিগের আদেশানুসারে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১০। সভার আনুকূল্যার্থ সভ্যদিগকে শক্ত্যনুসারে মাসিক দান প্রদান করিতে হইবেক।

১১। যাঁহারা এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা সম্পাদকের নিকট লিপির দ্বারা মানস প্রকাশ করিলে, সম্পাদক নিত্য সভায় তাঁহাদিগের নাম প্রস্তাব করিবেন, অথবা কোন সভ্য কর্ত্তৃক নিত্য সভায় তাঁহাদের নাম প্রস্তাবিত হইলে এবং অপর সভ্যের পোষকতামতে সভার অভিমতানুসারে তাঁহারা সভ্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

১২। কোন সম্ভ্রান্ত অথচ হীনাবস্থার লোক এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এতৎ সভার সভ্য হইতে বাসনা করিলে বিনা বিত্ত প্রদানে তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণিভুক্ত করা যাইবেক।

১৩। সভার যাবতীয় অবৈতনিক কর্ম্মচারী বৎসরান্তে অবকাশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তত্তৎপদে অপর সভ্যগণও মনোনীত হইবেন। কিন্তু পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী

স্বপদ পরিত্যাগ ইচ্ছুক না হইলে অধ্যক্ষদের অভিপ্রায় মত সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৪। কোন অবৈতনিক কর্ম্মচারী রাজদ্বারে দোষী অথবা আততায়ী বিবেচিত হইলে অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে পদভ্রষ্ট করিতে পারিবেন।

১৫। সভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যগণের মত বলবৎ থাকিবেক। উভয় পক্ষ তুল্য হইলে সভাপতির অনুমোদিত পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

১৬। সভার অধিবেশনে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে সহকারী সভাপতি তাঁহার আসন গ্রহন করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু উভয়ের অবর্ত্তমানে সভ্য শ্রেণী হইতে এক জন তৎপদে বৃত হইবেন।

১৭। সম্পাদক সভার যাবতীয় লিখন পঠন, দান আদায়, বৈতনিক কর্ম্মচারী নিয়োগ ও পদ চ্যুতি, ধনরক্ষা, আবশ্যকীয় ব্যয়াদি, আয়ব্যয়ের হিসাব ও সভা সম্পর্কে যাবতীয় নিয়মিত কার্য্য সাধন করিবেন। কিন্তু বিশেষ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, অধ্যক্ষগণের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮। অধ্যক্ষগণের অভিমতে সাম্বৎসরিক সভার কাল নিরূপিত হইবেক।

১৯। সভাপুস্তকে সভ্যগণ স্ব স্ব নাম ধাম স্বাক্ষর করিবেন। দূরদেশস্থ সভ্যগণের লিপিই সভাপুস্তকে স্বাক্ষর স্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক এবং তাহা রক্ষিত হইবেক।

২০। সভাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ এবং সভার স্থায়িত্বের কারণ মূল ধনের প্রয়োজন। এমতে যাহাতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ হয়, তজ্জন্য সভা সম্পর্কীয় যাবতায় ব্যক্তি বিশেষ যত্ন ও সাহায্য করিবেন।

নমো ধর্ম্মায়।

বিগত অগ্রহায়ণীয় অষ্টাবিংশতি দিবসীয় অনুষ্ঠান পত্রের মর্ম্মানুসারে অদ্য বেলা দুই প্রহর তিন ঘটার সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষের কলিকাতাস্থ পাতরিয়া ঘাটার ৪৭ সংখ্যক ভবনে আর্য্যধর্ম্ম রক্ষার্থ এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, এবং তদুপলক্ষে রাজধানীস্থ ও এতন্নগর নিকটবর্ত্তী নানা পল্লীর বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়গণের সমাগম হয়। তন্মধ্যে যাঁহাদিগের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মান্যবর মহারাজ স্যার দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর
সি, এস, আই;
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ।

মান্যবর রাজা শিবরাজ সিংহ বাহাদুর
সি, এস, আই।

শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
" " বিজয়কেশব রায় বাহাদুর।
" রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকুমার রায়চৌধুরী।
" " চন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী।
" " রামগতি নাগচৌধুরী।
" " বিপ্রদাস দেচৌধুরী।
" " ব্রজনাথ কুণ্ডুচৌধুরী।
" " মহেশচন্দ্র পালচৌধুরী।

শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন।
" শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন।
" ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন।
" ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন।
" রূপরাম বিদ্যারত্ন।
" ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন।
" শ্যামাচরণ ন্যায়রত্ন।
" নবকুমার ন্যায়রত্ন।
" মহেশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন।
" সতীশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন।
" রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত।
" চন্দ্রশেখর চূড়ামণি।
" রাঘবদাস চূড়ামণি।
" গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি।
" ঠাকুরদাস তর্কবাচস্পতি।
" মহাদেব ভট্টাচার্য্য।
" লক্ষ্মীনারায়ণ রায়পণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
" " পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" " আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
" " জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" " লালমোহন মুখোপাধ্যায়।
" " কালিদাস মুখোপাধ্যায়।
" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
" " কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" " বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
" " রামচাঁদ বন্দোপাধ্যায়।
" " তারাচাঁদ বন্দোপাধ্যায়।
" " ধর্ম্মদাস বন্দোপাধ্যায়।
" " রামলাল বন্দোপাধ্যায়।
" " আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
" " শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়।
" " উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
" " শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
" " রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
" " নবকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়।
" " গুরুচরণ বন্দোপাধ্যায়।
" " দীননাথ বন্দোপাধ্যায়।
" " তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার চট্টোপাধ্যায়।
" " বনমালী চট্টোপাধ্যায়।
" " গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
" " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" " বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
" " বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়।
" " দীননাথ চট্টোপাধ্যায়।
" " অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
" " নিলকমল গঙ্গোপাধ্যায়।
" " অরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
" " নন্দকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়।
" " কালীপদ ঘোষাল।
" " গঙ্গাধর ঘোষাল।
" " দয়ালকৃষ্ণ হালদার।
" " তিতুচন্দ্র তরফদার।
" " দিগম্বর মৈত্র।
" " দামোদর বৰ্ম্মণ।
" " পীতাম্বর সেন কবিরত্ন।
" " শ্যামকিশোর সেনগুপ্ত।
" " জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত।
" " হরিদাস সেন কবিরাজ।
" " পঞ্চানন রায়।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ মহিমাচন্দ্র কবিরাজ।
ঐ ঐ গৌরীনাথ কবিরাজ।
ঐ ঐ কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ স্বরূপচন্দ্র সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ অমৃতচন্দ্র সেনগুপ্ত।
ঐ ঐ হরিশ্চন্দ্র দাসঘটক।
ঐ ঐ গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
ঐ ঐ খেলচ্চন্দ্র ঘোষ।
ঐ ঐ কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
ঐ ঐ মুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
ঐ ঐ রাজনারায়ণ ঘোষ।
ঐ ঐ ভবজানিচরণ মিত্র।
ঐ ঐ হরিহর মিত্র।
ঐ ঐ ভোলানাথ মিত্র।
ঐ ঐ ভগবতীপ্রসন্ন মিত্র।
ঐ ঐ মহেশচন্দ্র মিত্র।
ঐ ঐ শিবনারায়ণ বসু।
ঐ ঐ গোবিন্দচন্দ্র বসু।
ঐ ঐ ভবানীচরণ বসু।
ঐ ঐ রামগোপাল বসু।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দত্ত।
ঐ ঐ তারকনাথ দত্ত।
ঐ ঐ নীলাম্বর দত্ত।
ঐ ঐ ভোলানাথ দত্ত।
ঐ ঐ শিবচন্দ্র গুহ।
ঐ ঐ রাসবিহারী সরকার।
ঐ ঐ নবগোপাল মল্লিক।
ঐ ঐ গিরিশচন্দ্র দাস।
ঐ ঐ দেবনাথ মল্লিক।
ঐ ঐ প্রেমনাথ মল্লিক।
ঐ ঐ ভোলানাথ মল্লিক।
ঐ ঐ যদুলাল মল্লিক।
ঐ ঐ অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য।
ঐ ঐ নবীনচন্দ্র আঢ্য।
ঐ ঐ রামধন ঘোষ।
ঐ ঐ রসিকচন্দ্র হালদার।
ঐ ঐ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক।
ঐ ঐ গঙ্গানারায়ণ প্রামাণিক।
ঐ ঐ নীলমাধব হালদার।
ঐ ঐ রামদাস পাল।
ঐ ঐ বামাচরণ কুণ্ডু।
ঐ ঐ শ্রীনাথ বসাক।
ঐ ঐ মথুরমোহন কুণ্ডু।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী এবং আর আর কতিপয় মহোদয়ের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সভায় অনুপস্থিত হওন প্রযুক্ত যে সকল লিপি পাঠাইয়া ছিলেন তাহা সভায় পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র গুহের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষের পোষকতায় ও যাবদীয় সভ্যগণের অভিমতে শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন উপস্থিত সভায় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ব প্রচারিত অনুষ্ঠান পত্রখানি পাঠ করিলে যাবদীয় সভ্যগণ ধর্ম্ম-রক্ষণী সভাসংস্থাপনে সংপূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এমতে শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কালীদাস মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় এবং সমস্ত সভ্যগণের ঐক্যমতে ভারত-বর্ষীয় সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা সংস্থাপিত হইল। তৎপরে সভা সংস্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত মহারাজ দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবরাজ সিংহ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাজা বিজয়কেশব রায়বাহাদুর অসীম উৎসাহ ও উল্লাস সহকারে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, "এই ধর্ম্মরক্ষণী সভাতে তাঁহারা মনের সহিত সাহায্য করিবেন, যখন ধর্ম্মবৃক্ষের যথাবিধি রোপণ হইল, তখন যেরূপে এই বৃক্ষটি ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়, তাহাতে তাঁহারা সাধ্যমত ত্রুটি করিবেন না"। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা

রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ধর্ম্মরক্ষণী সভা সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন, এবং সভাপতিও সেইরূপ একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় সভা সংস্থাপনের নিতান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলে সভাস্থ সমস্ত সভ্যগণ পরম সন্তোষ প্রকাশ পুরসরঃ পুনঃ পুনঃ অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তদনন্তর পণ্ডিতবর রূপরাম ন্যায়রত্ন ঐরূপ মর্ম্মের অপর একটি বক্তৃতা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন সভার নিয়মাবলী পাঠ করিলে সভ্যগণ অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ ও অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক ও দুই তিন জন সভ্য এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, সভার নিয়মগুলি সভ্যদিগের নিকটে প্রেরণ করা আবশ্যক। কারণ তাঁহারা মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া নিয়মাদির বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিবেন। তাহাতে বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষের পোষকতায় ও যাবদীয় সভ্যগণের অভিমতে মীমাংসা হইল যে, যে কোন সভ্য মহোদয়ের সভার নিয়ম সমালোচনা করিবার অভিলাষ থাকে, তাঁহারা সভায় পত্র লিখিলে নিয়মাবলী তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা হইবেক, এবং কোন নিয়ম সংশোধন করার আবশ্যকতা হইলে সভা কর্ত্তৃক তাহা নির্ব্বাহিত হইবেক।

তদনন্তর সভার উদ্দেশ্য কার্য্যগুলি সাধন জন্য যথোচিত অর্থের আবশ্যক বিধায় ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নের প্রস্তাবে ও বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় ও ভোলানাথ দত্তের পোষকতা ক্রমে এবং সমস্ত সভ্যের অভিমতে অর্থ সঙ্কলনার্থ চাঁদার পুস্তক সভা মধ্যে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত বিধায়ে সেই পুস্তক সভ্যগণের স্বাক্ষরিত করাইতে সুযোগ না হওয়াতে সময়াভাব প্রযুক্ত রাজা বিজয়কেশব রায় ও শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবরাজ সিংহের প্রস্তাবে ও রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে চাঁদার পুস্তক অতঃপর সভ্যদিগের ভবনে ভবনে প্রেরিত হইবে।

সর্ব্বশেষে বাবু খেলচ্চন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবানুসারে সভ্যগণ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের বক্তৃতা।

ধর্ম্মশীল সভ্যসমাজে সমাদর পুর সর সমাবেদনমিদং।

সনাতন ধর্ম্ম অতি সুনির্ম্মল এবং সূক্ষ্ম সর্ব্ববাদি সম্মত, সর্ব্বত্র সর্ব্বজন সেবা, যথা মনুঃ। যেষু দেশেষ যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্রতং নাবমন্বেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥ অতএব তত্তদ্ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে স্বতঃপরতঃ সর্ব্বজনকর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মই সর্ব্বজনকে ধারণ করেন, স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই উর্দ্ধগতি অর্থাৎ পরম পদ লাভ হয়। তদনাথাচরণে অধ অর্থাৎ নরকে পতন হয়। স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মের অতিক্রমে আশ্রমী হয় না। আশ্রমাবস্থিত ব্যক্তিকেই তপস্বী কহে; বিনা তপস্যাতেও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তথাহি মৈত্রেয়োপনিষৎ।

স্বধর্ম্মস্যানুচরণং আশ্রমেষ্বেবানুক্রমণং স্বধর্ম্মএব সর্ব্বংধত্তে। অনেনোর্দ্ধভাগ ভবত্যন্যথাধ পততোষঃ। স্বধর্ম্মাতিক্রমেণাশ্রমী ভবতি আশ্রমেষেবাবস্থিতস্তপস্বী চেত্যুচ্যতে॥ এতদপ্যুক্তং নাতপস্কস্যাত্মজ্ঞানঽধিগমঃ॥

ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক তিনি বিনষ্ট হন, রক্ষা করিলে তৎকর্ত্তৃক তিনি রক্ষিত হন, এই হেতু ধর্ম্মকে কদাচ নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, তথাহি মনুঃ।

ধর্ম্মএব হতো হন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মানোধর্ম্মো হতোঽবধীৎ।

ধর্ম্মই কেবল সর্ব্বজন বান্ধব, যেহেতু প্রাণান্তেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। যথা মনুঃ। একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। সমং শরীর নাশেন সর্ব্ব মন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥

পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তিকে পশুবদ্গণ্য করিয়াছেন। যথা—আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতং পশুভির্নিরাণাং। ধর্ম্মোহিতেযামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

ধর্ম্ম শব্দার্থ শুভাদৃষ্ট এবং আচার ইত্যাদি। আচার দ্বারা ধর্ম্মাত্মার পরিচয়, ধর্ম্ম আচারীর অনুচর॥ আচার সর্ব্বজনের পরম ধর্ম্ম, হীনাচারীর ইহকাল পরকাল উভয় কালই নষ্ট হয়।

তথাহি বশিষ্ঠ সংহিতায়ং। আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ। হীনাচার পরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।

যদ্যপি ষড়ঙ্গসহ চতুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করেন, তথাপি হীনাচারীকে বেদ পবিত্র করিতে পারেন না, যদ্রুপ জাতপক্ষ পক্ষিশাবক স্বীয় বাসস্থান ত্যাগ করে, তদ্রুপ ছন্দ সকল মৃত্যুকালে আচার বিহীনকে পরিত্যাগ করেন। তথাহি বাশিষ্ঠে।—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ॥

বেদনভ্যাসে, স্বাচারত্যাগে, আলস্য জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মাকরণে এবং অন্নদোষে বিপ্রগণ নষ্ট হন। যথা মনুঃ।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্যচ বর্জ্জনাৎ। আলস্যা-দন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রাণ্ জিঘাংসতি ॥

ব্রহ্মা হইতে ধর্ম্মোদ্ভব। যথা বারাহে।

স সিসৃক্ষুঃ প্রজাস্ত্বাদৌ পালনঞ্চ ব্যচিন্তয়ৎ। তস্যচিন্তয়-তস্তস্মাদ্দক্ষিণাচ্ছেত কুণ্ডলঃ। প্রাদুর্বভূব পুরুষঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ। তংদৃষ্টোবাচ ভগবাংশ্চতুষ্পাৎ স্যাত্ত্বং কৃতে যুগে। ত্রেতায়াং ত্রিপদশ্চাসৌ দ্বিপদো দ্বাপরেঽভবৎ। কলাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রভুঃ গুণদ্রব্য ক্রিয়া জাতি চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যড়্বিধা ব্রহ্মণানাংস ত্রিধাক্ষত্রে ব্যবস্থিত। দ্বিধা বৈশ্যেকধা শূদ্রে স্থিত সর্ব্বগতঃ প্রভুঃ।

ধর্ম্মলক্ষণং যথা পদ্মপুরাণে। পাত্রেদানং মতিঃকৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং। শ্রদ্ধা বলির্গবাংগ্রাসঃ যড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণং।

তস্যাঙ্গানি। যথা তত্রৈব। ব্রহ্মচর্য্যেণসত্যেন তপসাচ প্রবর্ত্ততে দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ। অহিংসয়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়ে নাপি বর্ত্ততে। এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ।

ধর্ম্মমূলং। যথা মৎস্য পুরাণে। অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূত দয়া তপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্য মনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদং॥

অধুনা যুগধর্ম্ম বশতঃ ধর্ম্মাত্রিপাদ হীন হইয়া ভয়ৈক পাদে অবস্থানাশক্ত, এতাদৃশাবস্থায় যে সকল মহোদয়

ব্যক্তি তৎসংস্থাপনার্থ যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহাঁরা প্রভূত ধন্যবাদের পাত্রী; যেহেতু উপস্থিত দেশ, কাল, পাত্রানুসারে ধর্ম্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য। তথাপি উদ্‌যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম-শক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোত্রদোষঃ॥ অলমতি বিস্তরেণ॥

রাধাকান্ত চরণ পরায়ণ
দেবান্ত শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

নমোধর্ম্মায়।

হে ধর্ম্ম-পরায়ণ ধীমৎ সভ্য মহোদয়গণ! আপনাদের সমাগমে অদ্যকার সভা কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আহা! সাধুসঙ্গ কি অপার আনন্দপ্রদ! অবনীতে এতৎ সাধু সঙ্গাপেক্ষা অধিকতর সন্তোষকর বিষয় আর কি আছে! হে মহোদয়বৃন্দ, অদ্য যে উপলক্ষে আপনাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সে বিষয়টি অতি গুরুতর ও সর্ব্বজন প্রয়োজনীয়, অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া শ্রবণ করিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

দুর্ভিক্ষাদি বিপদ উপস্থিত হইলে দেশ বিদেশস্থ যাবদীয় অবস্থাপন্ন লোক জাতি ধর্ম্মাদি বিবেচনা পরিত্যাগে অকাতরে সানন্দচিত্তে সাহায্যদান করত শত শত মনুষ্যের প্রাণ নাশাদি নিবারণ করেন এবং বিপন্ন জনেরা সেই কারুণিক দান সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণান্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতবর্ষ আপাততঃ যেরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে দৈহিক অনিষ্ট ঘটিয়া যে কেবল প্রাণনাশকর হইয়াছে এমত নহে, অস্মদাদির ঐহিক পারত্রিক উভয়ই এককালে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে। উল্লিখিত ভীষণ উৎপাত অর্থ দ্বারা নিবারনীয় নহে, এবং রাজশাসন কর্ত্তৃক বিমোচন হইবার প্রত্যাশা নিতান্ত অসঙ্গত বোধে

আমরা হতাশান্তঃকরণপ্রায় হইয়াছি। হে সভ্য মহোদয়গণ! এই ভয়ঙ্কর বিপদোত্তীর্ণ হইবার এক্ষণে একমাত্র উপায় উপলব্ধি হইতেছে, যে যাবদীয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আন্তরিক চেষ্টা ও অকপট যত্ন সহকারে ঐক্যমত হইলেই বর্ত্তমান আপদ হইতে পরিত্রাণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পরম পবিত্র সনাতন আর্য্যধর্ম্ম, যাহা সত্যযুগাবধি ভারতভূমে অবস্থিতি করিয়া অস্মদাদির সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সাধন করিতেছিলেন, সেই নির্ম্মল সর্ব্ব শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম অস্মদাদির দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনাতন বিমূঢ়জন সমূহের অশ্রদ্ধা-খড়্গোপরিপীড়িত হওত আর্য্যভূমি হইতে পলায়নোন্মুখপ্রায় দেখা যাইতেছে, অতএব আপনাদিগের সদৃশ ধার্ম্মিক বিবেচক ব্যক্তিগণ যদি আন্তরিক উৎসাহ সহকারে এই সময়ে এতৎ ধর্ম্মরক্ষা না করেন, তাহা হইলে বিপুল আয়াস নিবন্ধন আর্য্যবংশীয়দিগের গৌরবাদি এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

পরম পরাৎপর জগৎস্রষ্টা মানবগণের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ মনুষ্যকুলকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই ধর্ম্মসাধনার্থ অবনীতে নরোত্তমদিগের জন্ম গ্রহণ হয়। এই সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ জনপদের হিতার্থ ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ানুসারে মানব-সংসারের যাবদীয় নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, এনতে ক্ষিতিমণ্ডলের নরগণ স্ব স্ব দেশীয় ব্যবস্থাপক মহোদয়দিগের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

পৃথিবীস্থ যাবদীয় ধর্ম্মের মূলাভিপ্রায় কদাচ একাভিন্ন নহে, যদিও স্থান ও কাল ভেদোপযোগী নিয়মের প্রয়োজন বিধায় ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রণালী বিভিন্নাকারে সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে অপর ধর্ম্মের আন্দোলন অস্মদাদির উদ্দেশ্যাতীত হওয়ায় সে বিষয়ের চর্চ্চা পরিত্যাগে স্বধর্ম্ম স্বহস্কে যাহা বক্তব্য তাহাই উল্লেখ করা আবশ্যক, কিন্তু এতৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে আর্য্যকুলের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিস্প্রয়োজনীয় নহে।

ধরা মধ্যে মানব সমাজের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রমত অনুবর্ত্তী না হওয়াও কেবল যুক্তি ও সাধারণ পুরাবৃত্ত দর্শনা দ্বারা হিন্দুবর্গ যে পৃথিবীর আদিম অথচ অতি প্রাচীন জাতি, তাহাতে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ও করেন না, কিন্তু এই হিন্দুজাতি কেবল প্রাচীন বলিয়াই যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় এমৎ নহে, জগদীশ্বর যে সম্পত্তি প্রদানে মানবকুলকে যাবদীয় শ্রেষ্ঠ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম করিয়াছেন, সেই জ্ঞান সম্পত্তির অসাধারণ পর্য্যালোচনা ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম দ্বিজকুল অনিত্য ঐহিক সম্ভোগাদি বিসর্জ্জনে, বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনায় অবিচ্ছেদে নিমগ্ন থাকিয়া অতি পবিত্র চিত্ত ও অনির্ব্বচনীয়-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির কারণ বা ঈশ্বরের অংশ প্রধান পুরুষত্রয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কর্ত্তৃক যে বেদ বেদান্ত তন্ত্রাদি কথিত হই-

য়াছে, সেই সমস্ত ঈশ্বরোক্তি ধর্ম্মজ্ঞ সংস্কৃতচিত্ত মাহাত্মা মন্বাদি ঋষিগণ ভারতখণ্ডের মানবদিগের স্বভাব ও প্রকৃতি বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া অস্মদাদির উন্নয়নার্থ এবং শোক দুঃখ মোচনার্থ পুন্যজনক কর্ম্ম দৈহিক ও সাংসারিক কর্ম্ম মধ্যে সংযোগ করিয়া আর্য্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে সমস্ত কর্ম্মাচরণ দ্বারা নরগণ ক্রমশঃ তপস্যা করিতে সক্ষম হইয়া চরমে জ্ঞান প্রাপ্ত হওত মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র যে রত্নাকর তুল্য তাহাতে সংশয় বিরহ; এই শাস্ত্র তিন শাখায় বিভক্ত। প্রথম দর্শন শাস্ত্র, যাহার অভিপ্রায় ঈশ্বর নিরূপণ; দ্বিতীয় বিহিত রাজাজ্ঞা স্বরূপ স্মৃতিশাস্ত্র, তৃতীয় পুরাণ শাস্ত্র, যাহা নানা ইতিহাসচ্ছলে মনুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং সৎপথে নিযুক্ত করেন। কারুণিক ঋষিদিগের দূরদর্শিতার ও বিজ্ঞতার বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। কালভেদে অর্থাৎ যুগচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম ব্যবস্থা তদ্বিষয়ের অসম পরিচয় প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মহর্ষিরা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে, মানবগণ আদৌ শরীর রক্ষা করতঃ পরে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে, দেহ যে কোন রূপে রক্ষা হইতে পারে, তাহার বিধি ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, গৃহাশ্রমীর আত্মরক্ষা ও আত্ম পরিজনের রক্ষার জন্য বিহিতোপায়াবলম্বনের দ্বারা ধনার্জ্জনাদি বিধেয়, শাস্ত্রকারেরা গৃহাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম কহিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি যাবদীয় আশ্রমের শুভপ্রদ নিয়ম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন বিষয়ে

বা কোন অংশে মাহাত্মাগণের ত্রুটি অথবা অমনোযোগিতার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

অজ্ঞ ও জ্ঞানীদিগের পক্ষে ঈশ্বর আরাধনার উপায় বিভিন্নাকারে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শক্তি, শিব, সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, এই পঞ্চধা রূপ কল্পনায় মনুষ্য সকল শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, ও বৈষ্ণব এই পঞ্চধাচারে নিযুক্ত হইয়া আত্মবং সেবা ও উপাসনা দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল অর্থাৎ সকামী ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ প্রাপ্ত হন, এবং নিষ্কামী ব্যক্তি চিত্ত-শুদ্ধ্যাদি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ পরব্রহ্ম অনুসন্ধান করত জ্ঞানী হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, নব্য ব্রাহ্মেরা কহেন, যে কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না।

তাঁহারা যে বেদোপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই বেদ শাখাদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে ; প্রথম কর্ম্মপাদ, দ্বিতীয় জ্ঞানপাদ।

ধরণীমণ্ডলে কোন গুরুতর কার্য্য সাধনে ধারাবলম্বন না করিলে কামনা সিদ্ধ হয় না, যথা, ভাষা, শিক্ষার অভিসায়ে প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের আবশ্যকতা, অট্টালিকার উপরিভাগে গমনেচ্ছা হইলে অধিরোহিণী সোপানাবলম্বন করা বিধেয়, বৃক্ষশিরোস্থিত ফল সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে মূলারোহণান্তর শাখাবলম্বন করতঃ ক্রমশঃ ফলের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়, নদী পার গমনে তত্তীর সন্নিহিত তরণী আ

রোহণ করিয়া বাসনা পূর্ণ করিতে হয়, এবম্প্রকার নিরবয়ব অচিন্তনীয় ও অনন্তরূপ যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড অগ্রে চর্চ্চা করা নিতান্ত বিধেয়। যাগ যজ্ঞ জপ তপ দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম ও মনোবৃত্তি সমুদায় বশীভূত হইলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞানোদয় হয়, এবং জ্ঞানোদয় হইলে অনায়াসেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। বিমূঢ় ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমেয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ, কারণ অনুমানজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিদিগের পক্ষেই শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বাশ্রয় ও বিশ্বরূপ হওয়াতেই যাবদায় ব্রহ্মাণ্ডই যে তাঁহার রূপ বলিয়া পূজনীয় হইতে পারে তাহাতে সংশয় কি? আর অনুপস্থিত বস্তুর স্মরণ জন্য তৎ প্রতিরূপই প্রসিদ্ধ উপায়। এমতে প্রথমে সাকারোপাসনা ভিন্ন নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার উপায়ান্তর কদাচ তৃপ্তিপদ নহে, সুতরাং তাহাতে মনোগত ফল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সংসারের যাবদায় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ জন্য অশেষ নিয়মাবলম্বন করিতে হয়, তাহা না করিলে নিয়ত বিশৃঙ্খলতা ও বিবিধ বিড়ম্বনা ঘটিয়া উঠে। কৃষাণ, বণিক, ভূপতি প্রভৃতি সকলেই উপযুক্ত নিয়মাধীনে স্ব স্ব কর্ম্ম সামাধা করিয়া থাকেন। নৃপতি স্বীয় অধিকারে সৈন্যাধ্যক্ষতা ও বিচারপতিত্বাদি নানা শাখায় কর্ম্ম বিভক্ত দ্বারা

রাজ্যের কুশল সাধন করেন, এবম্প্রকার আর্য্যবংশের দ্বিজাদির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল কদাচ কল্যাণ জনক ভিন্ন অমঙ্গলাবহ নহে। আহা! বেদজ্ঞ তাপসগণের অসীম বুদ্ধি শক্তির উৎকৃষ্ট কৌশল ও অভিপ্রায় বিবেচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন ?

হে ধীশক্তি সম্পন্ন সভ্য মহানুভবগণ, আপনারা বিবেচনা করুন, যে যদি এতৎ সময়ে দ্বাদশবর্ষ কালমাত্র কেহ বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া বিশারদ পণ্ডিত বলিয়া অপরিসীম গৌরবান্বিত হওত জনসমাজে তাঁহার উপদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়, এবং সকলে তাঁহার মতাবলম্বী হইতে পারেন, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীনতম অপরিমিত বুদ্ধি শক্তিসম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা, যাঁহারা অনায়াসে আধিপত্যাদি ভোগ বাসনা ও সাংসারিক যাবতীয় বিষয়তৃষ্ণা জ্ঞানসলিলের দ্বারা নির্ব্বাণ করতঃ কেবল জীবন ধারণোপযোগী আহারে পরিতৃপ্তি লাভে পর্ণকুটীরে অবস্থিতি করিয়া নিরন্তর ঈশ্বর নিরূপণ, ধর্ম্মচর্চ্চা ও তৎসঙ্কীর্ত্তনে স্বীয় স্বীয় সুদীর্ঘায়ু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা স্বার্থপরবশ হইয়া এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা বলা যে নিতান্ত অবিজ্ঞতার পরিচয় তাহাতে সন্দেহ কি ? আহা! কি পরিতাপের বিষয়! আমরা নিজ শুভাশুভের বিষয়ে

বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া অন্ধপ্রায় কালক্ষেপণ করিতেছি। আর কত কালই বা এরূপে অমূল্য কালক্ষেপণ করিব।

হে সভ্য সদাশয়গণ, অনুভব করিয়া দেখুন যে কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতির ভ্রষ্টমতি তনয় দেশান্তরে ভিক্ষা করিলে যেমন তাহার গুণাগুণ বিবেচনা বিরহে তৎ পিতার দরিদ্রতার পরিচয় প্রদান করে, অস্মদাদির দুর্ভাগ্যবশতঃ নব্য সম্প্রদায়ের অবিধেয় অনুকরণস্বভাবটীও তত্তুল্য হইয়াছে, কারণ এতদ্দ্বারা আর্য্যজাতির জ্ঞানাগার ও ধর্ম্মাগার যে নিতান্ত শূন্য অথবা অপকৃষ্ট পদার্থে পরিপূরিত তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। নচেৎ জাত্যন্তর হইতে আচার ব্যবহার সংগ্রহের প্রয়োজন কি? সে যাহা হউক, অজ্ঞতানিবন্ধন স্বরূপ উক্তি কদাচ হিতকর ও প্রশংসনীয় নহে। বস্তুত তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ যে স্থলে এরূপ উক্তি স্বদল হইতে সমাজান্তরে আন্দোলিত হয়। সন্তান বিপদগ্রস্ত হইলে জনক জননীর সন্নিধানে ব্যক্ত করা বিধেয়। রোগী বৈদ্য সমীপে রোগ প্রকাশ করিবে, আর রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার দেখিলে নৃপতির স্থানে বর্ণন করা প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে সকলেরই দুঃখ মোচনের সম্ভাবনা; কিন্তু এরূপ উপায়াবলম্বন না করিয়া প্রতিবাসীর নিকট সন্তানের রোদন, চিকিৎসক ব্যতিরেকে অন্যের সাক্ষাতে পীড়িত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ ও প্রজার রাজবিদ্রোহিতাচরণ যেমন

শুভজনক, অধুনাতন যুবকগণের কার্য্যগুলিতে তদনুরূপের আভাস বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। ইহারা ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ স্বদেশীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের প্রতি দ্বেষ ও অশ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনে গৌরব হানির আশঙ্কায় অপর সমাজে নিজাভিপ্রায় মত আন্দোলন করত তাঁহাদিগের পোষকতা লাভে সংশয়চ্ছেদ ভ্রমে নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া দিন দিন কুসংস্কারাবিষ্ট হইতেছেন, ইহাদিগের এই ভয়ানক সংস্কারের কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন হইলে হস্ত দ্বারা কর্ণ মুদিত করিয়া প্রায় নানা প্রকার কটূক্তি ও রাগদ্বেষের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আহা! ক্ষোভের কথা কি বলিব, যে সমস্ত মহাত্মাগণ সর্ব্বাগ্রে বা অতি প্রাচীন কালাবধি বিদ্যার বাকপথাতীত অনুশীলন ও চর্চ্চা দ্বারা জনপদের যাবতীয় হিত-সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাহাদিগের ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অপার মহিমা হৃদয়াঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে জগতে পণ্ডিত মাত্রেই অশেষ ধন্যধ্বনি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মহা-পুরুষেরা ইদানীন্তন নব্যগণ দ্বারা জড়বুদ্ধি ও পক্ষপাতী বিবেচনায় হতাদর ও উপহাসাস্পদ হইতেছেন। হে সভ্য বিজ্ঞতম গণ! বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সম্প্রদায়েরই নিতান্ত দোষ স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ বাক্য স্ফূর্ত্তি না হইতে হইতেই যখন ইহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষেরা অর্থাদি কামনায় ভাষান্তর অভ্যাসার্থ ইহাদিগকে বিপরীত

প্রকৃতিসম্পন্ন জাতির হস্তে ন্যস্ত করেন, তখন শিশুগণের উপদেশকের মত বহির্ভূত হইয়া কার্য্য করা কখনই স্বভাব-সিদ্ধ নহে। বিজ্ঞতাভিমানী উপদেশান্তর গ্রহণে বিরত যুবকগণ কোমলান্তঃকরণের গাঢ় সংস্কার অতিক্রম করিয়া যে এক্ষণে স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেক এরূপ প্রত্যাশা ন্যায়ানুগত নহে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মানুরোধে যখন খৃষ্টীয় অথবা মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সেই সমস্ত লোকের সহিত অস্মদাদির যাবতীয় সংস্রব রহিত হইয়া যায়, তখন ভাক্তব্রাহ্ম, যাহার প্রকৃত সংজ্ঞা স্বেচ্ছা-চারী, এবং সমস্ত ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া কোন ধর্ম্মেরই অনু-ষ্ঠান করেন না, তিনি কি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরি-চয় প্রদান করিলেই তাহার কার্য্যের দোষাদোষ কিছুমাত্র পরীক্ষা না করিয়া তাঁহাকে পবিত্র ও সাধুজ্ঞান করা যাইবেক? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কেবল রাজকীয় ভাষা-শিক্ষালয়ের বালকেরাই যাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রবে-শিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই অনায়াসে এই পরম ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিলেন, কি উপহাসের কথা! অত্রদেশের ধর্ম্ম সম্মিলিত আচারাদির মস্তকে পদাঘাত করিতে পারিলেই কি ব্রহ্ম তাহাকে আকর্ষণ করেন? এই সম্প্রদায় কিরূপ যোগ ও তপস্যা বলে সংসারের চরম ইষ্ট সাধন করিয়াছে তাহা ঈশ্বরই জানেন। যদি যথেচ্ছা ভোজন, অপেয়পান, জাতিভেদের উচ্ছেদ, সাকার উপাসনা পরিত্যাগ, ইচ্ছামত পরিণয়

সংস্কারাদি এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞানী উপাধি প্রাপ্তের যোগ্য পাত্র হয়েন, তাহা হইলে অস্ম-দ্দেশের নব্য সম্প্রদায় ভিন্ন আর কাহারো এতৎ আখ্যায় স্বত্ব নাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার, যাহারা ভ্রমেও তোমাকে চিন্তা না করিয়া তোমার মতের বহির্ভূত কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া দেশের যাবদীয় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই একালে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ মাননীয় ধার্ম্মিক ও জনাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, আর যাহারা তোমার নিতান্ত অনুগত দাস, তোমার স্মরণ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, যাহাদিগের তুমি ভিন্ন আর গতি নাই, তাঁহারাই নিরন্তর মনঃকষ্টে উপহাসাস্পদ ও সঙ্কুচিত ভাবে দিনপাত করি-তেছেন। হে ধার্ম্মিক-জন-হৃদয় নিধি! তোমার লীলা অচিন্তনীয়, যদি প্রপন্ন জনেদের পরীক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু, নাথ! সীতার সতীত্ব পরীক্ষার নিয়মাবলম্বনে এক কালে সমস্ত বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে।

হে ধর্ম্ম-পরায়ণ-মহোদয়গণ! মোহ বশতঃ অপক্ক বুদ্ধি অথচ বিজ্ঞতাভিমানী আত্মীয় যুবক-বৃন্দের অনুরোধে কি আমাদিগের সমস্ত ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য? আমরা কি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছি? আমরা কি একেবারে সদসৎ বিবেচনা জ্ঞানবিহীন হইয়াছি? অজ্ঞ যুবক কুল-পরিসেবিত স্বেচ্ছা-চার-ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের কি আর গত্যন্তর নাই।

ভারত খণ্ডের আর্য্য বংশের সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে নাগরিক ও স্থানে স্থানে যুবকগণ, যাহারা অস্মদাদির সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র, এবং শাস্ত্রে জ্ঞান হীন, অজ্ঞ লোকের দ্বারা যে অনিষ্ট উৎপাদিত হয় তাহা যদিও প্রথমে অতি ভয়ঙ্করাকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহা অল্পকাল উন্নত হইয়া চরমে ধ্বংস হইয়া যায়, আর যে চির প্রচলিত আর্য্যধর্ম্ম অসীমকালাবধি নানা প্রকার উৎপাত উত্তীর্ণ হইয়া একাল পর্য্যন্ত জগতের প্রায় সমস্ত জাতিরই লক্ষ্য ও আক্রমণের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন, যাহার নির্ম্মল উপদেশাবলম্বনে অস্মদাদির সমস্ত শুভসাধন হইতেছে, বিচার শূন্য কৃতঘ্ন, স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তৃক সেই অস্মদাদির চিরধন সম্পত্তি এক্ষণে পরিপীড়িত ও তাড়িত হইবার উপক্রমাবলোকন করিয়া আমাদিগের কি নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান ও মৌনাবলম্বন করা বিধেয়; একাল পর্য্যন্ত কি আমরা এই ধর্ম্ম অভ্যাস করিলাম; অস্মদ্ধর্ম্মবিনাশোদ্যোগী ব্যক্তিদিগকে কেবল অন্তর মধ্যে ঘৃণা ও অর্ব্বাচীন বিবেচনা করিলেই কি ধর্ম্ম রক্ষার উপায় করা হইল? অত্যাচারী, ও ক্ষমতাসত্ত্বে তদ্বিষয়ে উদাসীন দর্শক উভয়েই কি তুল্যপাতকী নহেন? এতদ্বিষয়ে এক প্রাচীন কবির মত স্মরণ হইতেছে, যথা—

নকেবলং যো মহোতোপভাসতে শ্রুণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।

কাল প্রভাবে যে এইরূপ ভ্রষ্ট বুদ্ধি ভারতবর্ষীয় জন-গণের হৃদয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেক ইহা ভবিষ্যৎবাক্যে যে শাস্ত্রোক্তি আছে, তাহার চিহ্ন ও লক্ষণ বলিয়া মানিতে হইতেছে। কিন্তু হে সাধু সভ্যবৃন্দ! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সে কাল এখন অতি দূরবর্ত্তী, পৌর্ণমা-সায় শশী অস্তাচলে গমন করিলেই তিমিরাবৃত নিশার আশঙ্কা যেরূপ সঙ্গত, সামান্য বৃষ্টি পতনে জলপ্লাবনের আতঙ্কে গৃহাদি পরিত্যাগ করা যেরূপ যুক্তি সিদ্ধ, অগ্নি-সংলগ্ন দর্শনে প্রকাণ্ড বহ্নিজ্ঞানে তন্নিবারণোদ্যোগে বিরত থাকা যেরূপ বুদ্ধির কার্য্য, উদ্যানস্থিত সামান্য ঘন বন অবলোকনে ব্যাঘ্রাদির ভয়ে তন্নিকটবর্ত্তী না হওয়া যেরূপ বারত্বের পরিচয়, কলির প্রারম্ভেই সমস্ত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে এই কুসংস্কারে আর ধর্ম্ম চর্চার আবশ্যক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তদ্রূপ মীমাংসা ভিন্ন নহে। ঝটিকার পূর্ব্বেই তরণী জলশায়িনী করা কি নিতান্ত পাষণ্ডের কার্য্য নহে? পরমায়ু শেষ হইয়াছে বিবেচনায় রোগের চিকিৎ-সায় বিরত হওয়া যেরূপ বিবেকশূন্য কার্য্য, অস্মদাদির পক্ষে এ সময়ে ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্ন ও উদ্যোগ বিহীন হওয়া তদ্রূপ বলিতে হইবেক।

হে ধার্ম্মিক সভ্য মহামতিগণ! আপনারা যদি একবার এদেশীয় পূর্ব্বকালীন ইতিহাস স্মরণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে ভারতবর্ষীয় কত শত মহাজন জগতের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণেও বিরত হয়েন নাই; সে মতে

তাঁহাদিগের সহিত তুলনা করিলে কেহই আমাদিগকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করিবে না। বিবেচনা করুন, অস্মদাদির ধর্ম্ম রক্ষার্থ নৃপতি সহ সংগ্রামের আশঙ্কা নাই, দুরদেশে পর্য্যটনের শ্রমাধীন হইতে হইবেক না, আর অপরিমিত অর্থ সংগ্রহের নিতান্ত আবশ্যকতা নাই, তবে এই দুর্লভ মুক্তি সাধনোপযোগী নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেবল ঐন্দ্রিয়িক কার্য্য সাধনে আমাদিগের কাল ক্ষয় হয় অর্থাৎ আমাদিগের জীবন কালের মধ্যে জন্ম মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই যদি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণনা না হয়, তাহা হইলে এই অমূল্য মানবজন্মকে অকারণে বৃথা নষ্ট করা ভিন্ন আর কি হইল? হে বিজ্ঞতম সভ্যবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন, যে যেমন উত্তরোত্তর যুগে যুগে মনুষ্যদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আসিতেছে, পরমপদ লাভের উপায় ও তদনুযায়ী সুলভ ও সামঞ্জস্যীভূত হইয়াছে। পূরাকালে যে অনির্ব্বচনীয় কঠোর তপস্যা পঞ্চতপাদি সাধনের বিধি ছিল, কলিযুগে দৈহিক দুর্ব্বলতা ও অপটুতা এবং পরমায়ুর সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সেরূপ কঠিন যোগাদির ব্যবস্থাও অন্তর্হিত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ কেবল কালোপযুক্ত ধর্ম্মই সঙ্কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তবে এতৎ যুগসূত্রেই সমস্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে; এই অমূলক উক্তিরবে দিন দিন পাপ পথে মগ্ন হওয়া কি ঈশ্বর নিবন্ধন কার্য্য বলিয়া আমরা পরিত্রান পাইবার যোগ্য হইব?

হে পরম তেজস্বি অমর আর্য্য ধর্ম্ম ! তোমার শিষ্টতা গুণের কথা শ্রবণ ও স্মরণ করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় ও অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠে। বেণরাজ কর্ত্তৃক তুমি যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিলে, বৌদ্ধাধিকারে তোমার যে প্রকার হীনদশা ঘটিয়াছিল, আর ইদানীন্তন বিবেক-শূন্য-প্রায় যবনাধীনে তোমার যে দুর্গতি সাধন হইয়াছিল, তাহাতে তোমাকে কোন রূপে দেশবহিষ্কৃত করিতে না পারাতে তুমি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছ, ইহা দেখিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইবেক ? অস্মদাদির দুর্ভাগ্যবশতঃ পাষণ্ডেরা সময়ে সময়ে ঘোরতর সংগ্রামে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু হে বীরাদ্বিতীয় ! তুমি অসামান্য পরাক্রম বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার যেরূপ অদ্ভুত জয়লাভ করিয়াছ, তাহাতে তোমার স্থায়িত্বের বিষয়ে অস্মদাদির ভীত হইবার কারণাভাব। তুমি যে কস্মিন্‌কালে বিলুপ্ত হইবার বস্তু নহ, তাহাতে আমাদিগের কণামাত্র সংশয় নাই। তবে সকলি তোমার ইচ্ছা।

হে ধর্ম্মপরায়ণগণ ! এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষীয় জনগণ সত্য. ত্রেতা দ্বাপর কালাবধি"এ পর্য্যন্ত যে আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবনীতে মাননীয় ও শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন এবং যে ধর্ম্মের সেবার দ্বারা আর্য্যকুল সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগান্তে [illegible] অপার আনন্দ ও মুক্তি সাধন করিতে

সমর্থ হইয়াছেন, সেই ধর্ম্ম ভারতভূমিতে এক্ষণে রক্ষা করা উচিত কি না। যদি রক্ষা করা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, তাহা কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবেক তাহার চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার আরাধনা, এতৎ আরাধনা করিবার নিমিত্ত দেশ কাল বয়স কিছু নিষিদ্ধ নহে, শুচি অন্তঃকরণে তাঁহার পদারবিন্দ-ধ্যান-ধারণে রত হইলে গৃহে, বনে, সলিলে, সর্ব্বত্রে তাঁহার প্রীতি লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিজন বেষ্টিত গৃহীদিগের নিশ্চিন্তভাবে তাঁহার চরণে মনার্পণ করা অতি সুকঠিন, আর নিরন্তর দেখা যাইতেছে যে জনৈকের অসাধ্য কর্ম্ম সমাজের সাধ্যাধীন, এমতে যাবদায় মহৎ ব্যাপার সমাজ ভিন্ন সুচারু রূপে নির্ব্বাহ না হওয়াতে জগতে ভিন্ন ভিন্ন উপযুক্ত সভা সংস্থাপনের পদ্ধতি অবলোকিত হয়। অন্য পরে কা কথা, পরমতাপস ষষ্টি সহস্র ঋষিগণ এই প্রথা অবলম্বনে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইতেন। বর্ত্তমান কালেও যাবদীয় সভ্যদেশে বিবিধ কর্ম্ম সাধনোপযোগী সমাজ দৃষ্টিগোচর ও শ্রুত হয়; অতএব অস্ম দ্ধর্ম্মের দিন দিন দুরবস্থাবলোকনে হতাশান্তঃকরণে সমস্ত ধর্ম্মলোপ হইল বলিয়া বৃথা বিলাপ ও চীৎকার ধ্বনিতে আর কালক্ষয় না করিয়া জাতিধ্বংসাদি পরপীড়ন হীনাভিপ্রায় পরিহার পুরঃসর অনিষ্ট জনক অভিমান দ্বেষ ক্রোধ বিরক্তি ও শিথিলতা পাপের নিকট অবসর গ্রহণে সকলে একমতাবলম্বী হইয়া অকপট চিত্তে প্রকৃত

যত্ন ও উৎসাহ সহকারে পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-রক্ষকের শরণাগত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষণী-সমাজ সংস্থাপন দ্বারা আর্য্যকুলের চিরাকাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধন করা কি নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে? কলিযুগে যে নববিধ ভক্তি তাহার সোপান স্বরূপ আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মচর্চ্চাই যদি এতৎ সমাজের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অস্মদাদির প্রতি পরম কৃপালু জগদীশ্বরের কৃপাবলোকন বিষয়ে আমরা কেন সংশয়চিত্ত হইব?

হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাগত অকিঞ্চনদিগের প্রতি আর করুণাকটাক্ষপাত না করিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

হে কৃপাময় মহিমাবর বিজ্ঞতম সাধু সভ্যগণ! আমি অদ্যকার সভার একজন অভাজন উদ্যোগী বটে, কিন্তু আমার তাদৃশ বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম্মাচরণ নাই, এবং তপস্যা নাই, সুতরাং আমার বক্তৃতা যে আপনাদের অন্তঃকরণকে বিমোহিত বা আকর্ষণ করিবেক এ অতিশয় দূর প্রত্যাশা, তবে এমত সুযোগ প্রাপ্তে আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে অশক্ত হওয়ায় সাহস সহকারে সভা মধ্যে যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম তাহাতে ভরসা করি যে সকলে নিজ নিজ মহত্ত্ব গুণে আমার এরূপ সাহস স্বরূপ দোষকে মার্জ্জনা করিবেন। কিমধিকমিতি।

১১ ই ফাল্গুন সংবৎ ১৯২৫।